দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... 2

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিষয়ে কোর্স খুলছে চার বিশ্ববিদ্যালয়

■ মাহবুব রনি

দেশে বর্তমানে জ্বালানির প্রধান উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস হলেও ভবিষ্যতে প্রধান জ্বালানির স্থান দখল করবে কয়লা। বহুমূল্যের এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) ভিত্তিক বিদ্যুতের সাথে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের সমন্বয় করে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম সহনীয় রাখার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিষয়ে নতুন বিভাগ-কোর্স খোলা হচ্ছে দেশের চারটি প্রকৌশল (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ বিভাগগুলোতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা এবং কয়লা খনি বিষয়ে পড়ানো হবে।

প্রাথমিকভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই কোর্স চালু হচ্ছে সেগুলো হলো- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)। বিভাগ বা কোর্সের পাঠ্যবিষয় কী এবং কেমন হবে সে বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর অর্ধেক অর্থাৎ ৩০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কয়লা থেকে। আগামীর বিদ্যুৎ খাত হবে কয়লানির্ভর। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো কোর্স নেই। তাই নতুন বিভাগ খোলা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিষয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার ব্যাপারে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে প্রথমে সেটি সম্ভব না হলে কোর্স দিয়েই শুরু করতে চাই। এরপর ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র বিভাগও চালু হবে। এজন্য বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে যত ধরনের সহযোগিতা সম্ভব সবই করা হবে।

> 'আগামীর বিদ্যুৎ খাত হবে কয়লানির্ভর। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো কোর্স নেই'

পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা যায়, দেশে মজুদকৃত গ্যাসের পরিমাণ ১৩ দশমিক ৪৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। আর বার্ষিক গ্যাসের চাহিদা ১ ট্রিলিয়নেরও বেশি। সে হিসেবে আর কয়েক বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ফুরিয়ে যাবে। বর্তমানে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ৩ হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। চাহিদা পূরণে দেশের ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ২০ টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করার পরেও ঘাটতি থাকছে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট। উৎপাদিত এই গ্যাসের ৬০ ভাগই বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ক্যাপটিভ পাওয়ারে সরবরাহ করা হচ্ছে।

পাওয়ার সেল সূত্র জানায়, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য যে ধরনের কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ প্রয়োজন, তা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই বাংলাদেশের। তাই কারিগরি সহায়তার জন্য বিদেশি প্রকৌশলীদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আর এর বিনিময়ে সরকারকে বড় অংকের অর্থ খরচ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে দেশে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ১৩টি। তবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্ট্রিকাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অধ্যয়ন হলেও কয়লা খনি কিংবা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে কোনো পাঠদান হয় না।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিষয়ে মানবসম্পদ তৈরি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্বতন্ত্র কোর্স চালুর বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব নিয়ে কাজ চলছে। বুয়েট, চুয়েট, কুয়েট ও রুয়েটে এ কোর্স চালুর ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পাঠ্যসূচী নিয়ে আলোচনা করা হবে।